91

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৩

দুর্বিষহ যানজট ঃ এসএসসি পরীক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ ঢাকা নগরীর দুঃসহ যানজট এসএসসি পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা শুরুর ২/৩ ঘন্টা আগে বাসা থেকে বের হয়েও যথাসময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌছাতে পারবে কিনা এনিয়ে সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মহানগরীর এই দুর্বিষহ যানজট নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে সারাদেশে একযোগে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটির ২৬০টি স্কুলের প্রায় ৪২ হাজার পরীক্ষার্থী ১৫টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। এসব স্কুলের প্রায় সাড়ে তিন হাজার শিক্ষক পরীক্ষা কেন্দ্রে ইনভিজেলেটরের দায়িত্ব পালন করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিয়োজিত থাকবেন প্রায় এক হাজার পুলিশ-সহ অন্যান্য কর্মকর্তা। উত্তরা থেকে সদরঘাট পর্যন্ত রয়েছে এসব পরীক্ষা কেন্দ্র। এক এক এলাকার স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষক-দের অন্য এলাকার পরীক্ষা কেন্দ্রে সীট ফেলা এবং ইনভিজে-লেটরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এরা তীব্র যানজটে পরীক্ষা দিতে বা দায়িত্ব পালন করতে যথাসময়ে কেন্দ্রে পৌছতে বা শেষে বাড়ি ফিরতে পারবে কিনা তা নিয়েও উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় আছেন।

বিশৃঙ্খল ট্রাফিক ব্যবস্থা এবং ক্রমবর্ধমান ভয়াবহ যানজটের

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

দুর্বিষহ যানজট ঃ এসএসসি পরীক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জন্য নগরীবাসী এমনিতেই প্রতিনিয়ত দুঃসহ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যানজট লেগেই থাকছে। রিকশাচালক থেকে শুরু করে ঠেলা-গাড়ি, বেবীট্যাক্সি, অটোটেম্পো, প্রাইভেট কার, বাস, কোচ, ট্রাক চালকরা নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে ফ্রি স্টাইলে যে যার মত চলাচল করছে। নগরীর প্রায় প্রতিটি ক্রসিং ও ব্যস্ততম এলাকার রাস্তার দু'পাশে গড়ে উঠেছে রিকশা, বেবী এমনকি বাস, কোচের অবৈধ স্ট্যান্ড। ফলে রাস্তা সরু হয়ে প্রায় অর্ধেক হয়েছে। সামান্য কারণেই অহরহ ঘটছে অসহ্য যানজট। প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যে যানজটে আটকেপড়ে যাত্রীদের সহ্য করতে হচ্ছে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা।

সিটি করপোরেশন, ট্রাফিক বিভাগ এবং বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট শাখায় খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, ঢাকা সিটি করপো-রেশনের আওতায় ছোট বড় দুই হাজার ২৩৮ কিলোমিটার পাকা রাস্তা রয়েছে। এসব রাস্তায় প্রতিদিন প্রায় পাঁচ লাখ বিভিন্ন ধরনের গাড়ি ও কমপক্ষে ছয় লাখ রিকশা চলাচল করে। এর মধ্যে আড়াই লাখ বিভিন্ন গাড়ি ও প্রায় সাড়ে তিন লাখ রিক-শার লাইসেন্স নেই বলেও জানা গেছে। এসব যানবাহনের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগই চলাচলের অনুপযোগী বলেও একটি সূত্র জানিয়েছে। একই লাইসেন্সে নগরীতে একাধিক ঠেলা-গাড়ি, রিকশা, ভ্যান, মিশুক, বেবীট্যাক্সি, অটোটেম্পো, প্রাই-ভেট কার, জীপ, মাইক্রোবাস, পিকআপ ভ্যান, বাস, কোচ, মিনিবাস, লরি, ট্যাঙ্কার ট্রাক চলাচল করে বলেও অভিযোগ রয়েছে। মাঝে মধ্যেই এগুলো রাস্তায় খারাপ হয়ে আরও বেশী যানজটের সৃষ্টি করে।

ঢাকা মহানগরীতে ৯০৩ জন ট্রাফিকের পুলিশ কনস্টেবল-সহ মোট এক হাজার ১৩৫ জন সার্জেন্ট রয়েছে। এরা ১৯০টি পয়েন্টে দায়িত্ব পালন করে থাকে। গত ১০ বছরে নগরীতে প্রায় ১০ লাখ মানুষ বাড়লেও ট্রাফিকে লোকবল বৃদ্ধি পায়নি বলে জানা গেছে। সিটি করপোরেশন, বিআরটিএ, রাজউক ও ট্রাফিক বিভাগের মধ্যে রয়েছে সমন্বয়ের প্রচন্ড অভাব। যানজটের জন্য একে অন্যের উপর দোষ চাপাচ্ছে। ট্রাফিক কর্তৃপক্ষের কাছে নগরীর কোন রোড প্ল্যানও নেই। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য ট্রাফিক বিভাগ বাস্তবতার আলোকে কতিপয় সুপারিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করলেও তা আদৌ বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

শুধুমাত্র সিদ্ধান্তহীনতার কারণে নগরীতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা প্রায় ৩০টি বাজার, সোয়া দুই লাখ বিক্ষিপ্ত দোকানপাট এবং হাজার হাজার হকারকে ফুটপাত থেকে উচ্ছেদ করা যাচ্ছে না। ব্যস্ততম রাস্তার উপর দোকানের মালামাল যেখানে সেখানে ফেলে রাখলে বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তার উপর নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখলেও কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। ফ্রি স্টাইল ওভারটেকিং, অহরহ দুর্ঘটনা এবং অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহনকারী যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণেরও কেউ নেই। দ্রুতগতিসম্পন্ন আর ধীরগতিসম্পন্ন গাড়ি একই রো-তে চললেও কেউ বাধা দেয় না। মাঝে মধ্যে দু'চারটা গাড়ির কাগজপত্র সীজ করেই ট্রাফিক সার্জেন্টরা তাদের দায়িত্ব শেষ করেন। নিয়মিত-ভাবে মাসোহারা দিয়েই এসব চরম অনিয়মকে আজ নিয়মে পরিণত করা হয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রাত্যহিক এই যানজট নগরবাসীর জীবনকে শুধু পীড়িতই করছে না অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, প্রকৃতি আর জনস্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত, আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ব্যয় হচ্ছে শত শত শ্রম ঘন্টা। অসংখ্য যানবাহনের জটলায় নানা পথ ঘুরে, গলদঘর্ম হয়ে, বর্ধিত ভাড়া গুণেও পৌছা যাচ্ছে না সঠিক গন্তব্যে। সায়েদাবাদ, গুলিস্তান, যাত্রাবাড়ি, মতিঝিল, পল্টন, শাহবাগ, মৌচাক, মগবাজার, ফার্মগেট, মিরপুর, মহাখালী তথা গোটা শহর এখন যানজটের কবলে। জীবিকার সন্ধানে, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, শিক্ষা ও পেশাগত কারণে, সাংস্কৃতিক ও চিকিৎসার প্রয়োজনে সমগ্র দেশ থেকে প্রতিদিন প্রায় গড়ে চার লাখ মানুষ নগরীতে আসছে আবার ছুটেও যাচ্ছে। তাছাড়া নগরীর রাস্তাঘাট খোঁড়াখুঁড়ি সারা বছর ধরেই লেগে আছে।

এতকিছুর মধ্যে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ঠিক সময়-মত যেতে হবে পরীক্ষা কেন্দ্রে। এ ব্যাপারে অভিভাবকদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। শত দুর্ভোগ আর দুর্বিষহ যানজটের মধ্যেও তারা পরীক্ষার্থীদের কিভাবে নিয়ে যাবেন পরীক্ষা কেন্দ্রে তাই ভাবছেন।